সমকাল

তারিখ 26 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৯

আগে শিক্ষাবান্ধব শিক্ষক

আজমাল হোসেন

প্রতিক্রিয়া

গত ২২ মে সমকাল পত্রিকায় আমার কর্মস্থল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষক প্রিয় সহকর্মী উমর ফারুক স্যার 'শিক্ষাবান্ধব উপাচার্য চাই' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান সংকটই তার নিবন্ধের মূল আলোচনার বিষয়। উমর ফারুক স্যার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম। উপাচার্যদের নানা নেতিবাচক কর্মকাণ্ড নিয়ে লিখলেও উপাচার্যদের সেসব কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় তিনি দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। অন্তত গত দুই উপাচার্যের আমলে তার আমলনামা বিশ্লেষণ করলেই সবাই সে ব্যাপারে একমত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল জলিল মিয়ার অনিয়ম, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যেমন সফল হয়েছেন, তেমনি অধ্যাপক নূর-উন-নবীর স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, দুর্নীতির বেলায় ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব সমর্থক। তার আলোচ্য নিবন্ধটিতেও এই বৈপরীত্য কিছুটা আঁচ করা যায়। নিবন্ধটিতে আবদুল জলিল মিয়ার অনিয়ম, দুর্নীতির বিষয়টিকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ঠিক ততটাই নূর-উন-নবীর স্বেচ্ছাচারিতা, আর্থিক অনিয়মকে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একাডেমিক এবং প্রশাসনিকসহ সার্বিক বিষয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর খুবই সংকটময় অবস্থায় আছে। গত ৫ মে তৃতীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নূর-উন-নবীর মেয়াদ শেষ হওয়া এবং মধ্যরাতে পুলিশি পাহারায় তার ক্যাম্পাস ত্যাগ করার মাধ্যমে সে সংকটে নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত সরকার নতুন কাউকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়নি। এদিকে উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ পদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শীর্ষ পদ শূন্য থাকায় একাডেমিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মারাত্মক স্থবিরতা তৈরি হয়েছে। এই সংকট সমাধানে উমর ফারুক স্যার একজন শিক্ষাবান্ধব উপাচার্য নিয়োগকে সর্বরোগের মহৌষধ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে বলে আমি মনে করি। আমার মতে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের নানামুখী সংকটের প্রধানতম কারণ উপাচার্য নয় বরং এখানকার শিক্ষক (অপ)রাজনীতি, যা তিনি তার নিবন্ধে অসচেতনভাবে আংশিকভাবে উল্লেখও করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক নেতা এবং শিক্ষক রাজনীতির অংশীজন হিসেবে উমর ফারুক স্যার বা অন্য সব শিক্ষক কেউই এর ক্রমবর্ধমান খারাপ অবস্থার দায় এড়াতে পারেন না।

উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র রংপুরে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর আশা করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি সমগ্র উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. লুতফুর রহমান। কিন্তু ছয় মাসের মাথায় অজানা কারণে অধ্যাপক লুতফুর রহমানকে সরিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়াকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়। বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটের শুরুও সেখান থেকে। তার মেয়াদের শেষ দিকে বঞ্চিত শিক্ষকদের নেতৃত্বে (যাদের মধ্যে উমর ফারুক স্যার অন্যতম) ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে সামনে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের মুখে সরকার আবদুল জলিল মিয়াকে মেয়াদ শেষ হওয়ার একদিন আগে উপাচার্য পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে অধ্যাপক ড. নূর-উন-নবীকে তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়। এই আন্দোলনের সফলতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষকরা চাইলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক মাত্রায় পরিবর্তন আনা সম্ভব। আন্দোলনটির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গুণগত পরিবর্তনের আশা সঞ্চার হলেও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তা দুরাশায় পরিণত হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা আবদুল জলিল মিয়ার পতন এবং নূর-উন-নবীর উপাচার্য হিসেবে আগমনকে নিজেদের সফলতা হিসেবে প্রচার করা শুরু করলেন এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। যেসব স্বপ্ন দেখিয়ে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিয়ে সেই আন্দোলন সফল করা হলো, ছাত্রছাত্রীদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। উপাচার্য নূর-উন-নবীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল নিয়মিতভাবে ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত থাকা, দাপ্তরিক কাজের কথা বলে অধিকাংশ সময় ঢাকায় নিজের ব্যক্তিগত কাজ করা, প্রাধিকারবলে একটি গাড়ি প্রাপ্য হলেও তিনটি গাড়ি ব্যবহার করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্টিকারযুক্ত একটি গাড়ি স্থায়ীভাবে ঢাকায় তার পরিবারের সদস্য কর্তৃক ব্যবহার করা, কোষাধ্যক্ষসহ শীর্ষ পদগুলো নিজের কবজায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজে ব্যাপক স্থবিরতা সৃষ্টি করাসহ বহু অনিয়ম করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটুকু বলা যায়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের বর্তমান সংকটের জন্য শুধু উপাচার্যদের দোষ দিয়ে লাভ হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম অংশীজন হিসেবে এর দায়ভার শিক্ষকদের কাঁধেই বহুলাংশে বর্তায়। কারণ উপাচার্যরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা হয়ে আসেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর চলে যান। কিন্তু শিক্ষকদের তাদের চাকরি জীবনের সম্পূর্ণ সময়টাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাতে হয়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নীতিহীনতা এবং হঠকারিতা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দীর্ঘমেয়াদে সংকটে ফেলতে পারে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই প্রিয় সহকর্মী উমর ফারুক স্যারকে বিনয়ের সঙ্গে বলব, উপাচার্যদের দোষারোপ করার আগে আসুন আমরা শিক্ষকরা আয়নায় আগে নিজের মুখটা দেখি। তাতেই বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কিছুটা হলেও কাটতে পারে।

শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষারত
azmal_sociology@yahoo.com